আবিস্কার গাইড ২৪

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি ভ্রান্ত হতে পারে ?

১৬ নম্বর গাইডে আমরা আবিস্কার করেছি যে বর্তমানের দুশ্চিন্তাময় জীবনের পক্ষে শাব্বাথ বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক। ঈশ্বর আমাদের সমূহ প্রয়োজন মোতাবেক শাব্বাথ দিনগুলি দিয়েছিলেন। আমাদের দৈহিক বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

আমাদের বিশ্বনিখিল ছ দিনে সৃষ্টি করার পরে তিনি সপ্তম দিনে ‘‘বিশ্রাম করলেন,’’ এবং এই দিনটিকে ‘‘ আশীর্বাদ করে ‘‘ পবিত্র ’’ করলেন (আদি ২:১-৩) ।

ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজা ইস্রায়েলকে দশ আজ্ঞা প্রদান করলেন, তিনি সপ্তম দিন পালনের আজ্ঞাটি ব্যবস্থার মধ্যস্থলে স্থাপন করলেন (যাত্রা ২০:৮-১১) । আর এই আজ্ঞা অনুসারে, শাব্বাথ ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির স্মরণিকা, বিরতির দিবস, এবং সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য পর্যবেক্ষণের দিন। দিনটি ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নির্ধারিত।

পৃথিবীতে মানবদেহে বসবাস কালে, যীশুও শব্বাথ পালন করতেন (লূক ৪:১৬) এবং তিনি এই দিনটিকে খ্রীষ্টানদের উপকারার্থে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন (মার্ক ২:২৭,২৮) ।

প্রেরিত পুস্তকের বহু পদ সুস্পষ্ট উল্লেখ করে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যবর্গ তাঁর পুনুত্থানের পর শাব্বাথ দিনেই উপাসনা করতেন (প্রেরিত ১৩:১৪; ১৬:১৩; ১৭:২, ১৮:১ - ৪, ১১) ।

১। বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন

এই প্রশ্নে অনেকেই বিভ্রান্তি বোধ করে। খ্রীষ্টীয় জগৎ কিভাবে দুটি পৃথক দিনকে পবিত্ররূপে পালন করতে পারে ? এক দিকে, অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসী একনিষ্ঠভাবে সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবারকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের স্মরণিকারূপে পালন করে। আর পক্ষান্তরে আর এক নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীদল শাস্ত্র নির্দেশিত শাব্বাথ দিনকে পালন করে এবং রবিবারকে কোনক্রমেই পবিত্রতা দিতে সম্মত নয়।

কোন দিন আমরা শাব্বাথরূপে পালন করি তাতে কি কিছু আসে যায় ? যারা নিষ্ঠাবান এবং ঐকান্তিক অনুরক্ত, তাদের দেখতে হবে খ্রীষ্টের আদর্শের প্রতি, যীশু আমাদের কি করতে বলেছেন ?

এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে কে শাব্বাথকে সপ্তাহের সপ্তম দিন শনিবার থেকে সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবারে পরিবর্তিত করেন ? এই পরিবর্তন বাইবেল কি সর্মন করে ? তাহলে কি ঈশ্বর, যীশু, কিম্বা প্রেরিতগণ এই পরিবর্তন সাধন করেছেন ?

সেই সম্ভাবনার দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করতে চলেছি।

২। ঈশ্বর কি এই দিন পরিবর্তন করেছেন ?

শাব্বাথকে সপ্তাহের সপ্তম দিন থেকে প্রথম দিনে পরিবর্তনের বিষয়ে ঈশ্বর কি কোন কথা বলেছেন ?

অধিকাংশ খ্রীষ্টান দশ আজ্ঞাকে জীবনযাত্রার যথার্থ পথনির্দেশিকা হিসাবে গণ্য করেন। দশ আজ্ঞার গুরুত্ব এতই প্রবল যে ঈশ্বর স্বহস্তে মানবজাতির জন্য এই আজ্ঞা লিখেছিলেন (যাত্রা ৩১:১৮) ।

চতুর্থ আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

‘‘ তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সেদিন ..... কেহ কোন কার্য্য করিও না; কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন।’’ -- যাত্রা ২০:৮-১১

ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজাদের দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, মানুষ এর কোন প্রকার হেরফের বা অদল-বদল করতে পারবে না।

‘‘ আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করিবে।’’ -- দ্বিবি ৪:২

ঈশ্বর নিজেই তাঁর আজ্ঞার পরিবর্তন করবেন না ঃ

‘‘ আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না, আমার ওষ্ঠনির্গত বাক্য অন্যথা করিব না।’’ -- গীত ৮৯:৩৪

বাইবেল স্পষ্ট বলে যে ঈশ্বর শাব্বাথকে শনিবার থেকে রবিবারে পরবর্তিত করেননি।

৩। যীশু কি শাব্বাথ পরিবর্তন করেছিলেন ?

যীশুর মতে, দশ আজ্ঞা অপরিবর্তনীয় ঃ

‘‘ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি । কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দু ও লুপ্ত হইবে না , সমস্তই সফল হইবে ।’’ -- মথি ৫:১৭, ১৮

গাইড ১৪ তে আমরা জেনেছি যে শাব্বাথ দিনে যীশুর রীতি ছিল সমাজগৃহে উপাসনা করার (লূক ৪:১৬)। তাছাড়া তিনি বাসনা করেছিলেন তাঁর শিষ্যবর্গ

যেন প্রকৃত শাব্বাথ পালনের আনন্দ পায় (মথি ২৪:২০) ।

যীশুর শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমাদের এখনও শাব্বাথ দিনে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনন্দ করার আবশ্যকতা আছে ।

৪। প্রেরিতগণ কি শাব্বাথ পরিবর্তন করেছিলেন ?

যাকোব, প্রারম্ভিক চার্চের প্রথম নেতৃত্ব, যিনি দশ আজ্ঞা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

‘‘ কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট যায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে । কেননা যিনি বলিয়াছেন, ‘ব্যভিচার করিও না, তিনিই আবার বলিয়াছেন,’ নরহত্যা করিও না,’’ ভাল, তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নরহত্যা কর, তাহা হইলে, ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারী হইয়াছ ।’’ --- যাকোব ২:১০,১১

লূক, চিকিৎসক এবং আদিম মণ্ডলীর জনৈক প্রচারক, তার বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

‘‘ আর বিশ্রামবারে নগরদ্বারের বাহিরের নদী তীরে গেলাম, মনে করিলাম, সেখানে প্রার্থনাস্থান আছে; আর আমরা বসিয়া সমাগত স্ত্রীলোকদের কাছে কথা কহিতে লাগিলাম ।’’ -- প্রেরিত ১৬:১৩

নতুন নিয়মের প্রেরিত পুস্তকে যীশুর পুনরুত্থানের পরের ১৪ বছরে তাঁর শিষ্যদের ৮৪ টি শাব্বাথ পালনের নজির আছে। আন্তিয়খিয়ায় দুটি শাব্বাথ (প্রেরিত ১৩:১৪, ৪২, ৪৪); ফিলিপীতে একটি (প্রেরিত ১৬:১৩) ; থিষলনীকীতে তিনটি (প্রেরিত ১৭:২, ৩); করিন্থে ৮৭ টি শাব্বাথ (প্রেরিত ১৮:৪, ১১) পালিত হয় ।

যোহন, শিষ্যদের মধ্যে যিনি সর্বশেষে মারা যান, শাব্বাথ পালন করতেন । তিনি লিখেছেন ঃ

‘‘ প্রভুর দিনে আমি আত্মাবিষ্ট হইলাম। ’’ -- প্রকা ১:১০

যীশুর শিক্ষা অনুসারে, প্রভুর দিন হল শাব্বাথ দিন।

‘‘ মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা ।’’ -- মথি ১২:৮

শাস্ত্রপ্রমাণ এবং গভীর ধ্যানচিন্তনের মাধ্যমে জানা গেছে যে শিষ্যগণ কোন দিন ঈশ্বরের সপ্তম - দিবসীয় শাব্বাথকে সপ্তাহের প্রথম দিনে আনয়নের পদক্ষেপ নেননি। নতুন নিয়মে রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন কথাটি মাত্র ৮ বার উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও এই দিনকে পবিত্ররূপে পালন করতে বলা হয় নি। এমন কি এই দিনে আরাধনার জন্য পৃথক রাখতেও বলা হয় নি। এই দিনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ঃ

(১) সপ্তাহের প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা কবর দেখতে এসেছিলেন (মথি ২৮:১)।

(২) বিশ্রামদিন অতীত হলে সপ্তাহের প্রথম দিনে স্ত্রীলোকগণ আপন আপন কাজ শুরু করেন (মার্ক ১৬:১,২)।

(৩) সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন (মার্ক ১৬:৯) ।

(৪) সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশুর অনুসারীরা নিজেদের কাজে যোগ দেন

(লূক ২৪:১) ।
(৫) সপ্তাহের প্রথম দিনে মরিয়ম যীশুর কবরের কাছে এসে শূন্য কবর দর্শন করেন (যোহন ২০:১) ।
(৬) শিষ্যগণ ''যিহূদীদের ভয়ে'' (উপাসনার জন্য নয়) সপ্তাহের প্রথম দিনে সমবেতভাবে লুকিয়ে ছিলেন (যোহন ২০:১৯) ।
(৭) পৌল চার্চের সদস্যদের সপ্তাহের প্রথম দিনে দরিদ্রদের জন্য কিছু সাহায্য তহবিল সঞ্চয় করতে উপদেশ দিয়েছিলেন (১ করি ১৬:১, ২) । কোন ধর্মসভার উল্লেখ এখানে নাই।
(৮) লূক ২০:৭ পদে চিকিৎসক লূক একটি বিদায়সভায় পৌলের সপ্তাহের প্রথম দিনের বক্তৃতার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করেছেন । কোন জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে না যে প্রেরিতগণ শাব্বাথের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন । শাব্বাথের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল প্রেরিতদের মৃত্যুর পর। এ বিষয়ে আমাদের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

৫। রবিবার কোথা থেকে এল ?

প্রেরিতগণ পরিষ্কার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২০:২৯-৩১) যে, কিছু খ্রীষ্টবিশ্বাসী নতুন নিয়মের শিক্ষামালা থেকে সরে যাবে। আর অবিকল তাই ঘটেছে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন কিভাবে খ্রীষ্টানগণ সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন। লোকপরম্পরা এবং নানাবিধ ভ্রান্ত শিক্ষা ধীরে ধীরে মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছে, যা প্রেরিতগণের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শাব্বাথ দিনের পরিবর্তন করা হয়েছে নতুন নিয়ম লেখা হয়ে যাওয়ার এবং সমুদয় প্রেরিতের মৃত্যুর পরে। কিন্তু অটল নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীরা কোনক্রমেই শাব্বাথ দিনের উপাসনা ত্যাগ করেননি ।

৩২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ, মহান কনস্ট্যানটাইন রাজকীয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে রবিবার আইন প্রবর্তন করেন, রবিবার শাব্বাথ পালনের সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত পাঁচটি বিধি সংযুক্ত করেন । চতুর্থ শতাব্দীর লায়দেকিয়া মহাসভায় শাব্বাথের বদলে রবিবারকে শ্রদ্ধাসম্ভ্রম প্রদর্শন করতে আজ্ঞা দেওয়া হয় ।

সুতরাং ইতিহাস স্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে রবিবার পালন জনৈক মানুষের তৈরি বিধান ।

বাইবেলে চতুর্থ আজ্ঞা লঙ্ঘনের কোন নির্দেশ নাই । ভাববাদী দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, খ্রীষ্টীয় যুগে প্রবঞ্চ নাকারী শক্তি ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে (দানিয়েল ৭:২৫) ।

৬। কে এই পরিবর্তনের মূল হোতা ?

সপ্তম দিন থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে শাব্বাথকে আইনগতভাবে কোন শক্তি আনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ? ক্যাথলিক মণ্ডলী দাবি করে যে তারাই এ কাজ করেছে। বিদ্রোহী রোম সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে রাজপরিবারকে খুশী করার অভিপ্রায়ে তারা এই কাজ সাধন করেছেন।

ক্যাথলিক ক্যাটাকিজম অনুসারে ঃ
প্রশ্ন ঃ শাব্বাথ দিন কোনটি ?
উত্তর ঃ শনিবার শাব্বাথ দিন ।
প্রশ্ন ঃ শনিবারের পরিবর্তে আমরা রবিবার পালন করি কেন ?
উত্তর ঃ আমরা শনিবারের পরিবর্তে রবিবারে উপাসনা করি, কারণ ..... ক্যাথলিক মণ্ডলী শনিবারের পবিত্রতা রবিবারে স্থানান্তরিত করেছে।'' --- ঝবন দষশৎনক্ষঢ়''ড় দনঢ়নদবভড়ল ষপ দতঢ়বষরভদ ঈষদঢ়ক্ষভশন, ঙ.৫০.

ক্যাথলিক চার্চ তাদের গুণপনা সদম্ভে প্রকাশ করে। তাদের মতে মণ্ডলীর শাস্ত্র পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে ।

৭। প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের বক্তব্য কি ?

কতিপয় প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী তাদের লেখাজোখার মধ্যে প্রকাশ করেছেন যে, রবিবার পালনের সমর্থন বাইবেলে কোথাও নেই ।

লুথারিয়ান চার্চের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার লিখেছেন ঃ '' তারা দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রভুর দিনের আনুগত্য রবিবারে আনয়নের দম্ভ প্রকাশ করে, তারা কি জানেনা যে এটি একটি আজ্ঞার অবমাননা এবং উল্লঙ্ঘন !'' -- অয়ফড়থয়ক্ষফ ইষশপনড়ড়ভষশ, ২৮:২৯.

মেথডিস্ট ঈশ্বর - তত্ত্ববিদ আমোষ বিনি এবং ড্যানিয়েল স্টিল বলেছেন ঃ '' এটা সত্য যে শিশু বাপ্তিস্মের যেমন কোন ইতিবাচক নির্দেশ শাস্ত্রে নেই ..... তেমনি সপ্তাহের প্রথম দিনকে পবিত্ররূপে পালন করার নির্দেশও বাইবেলে নেই।'' ------- ঝবনরষফভদতর ইষলসনশধ, ঙ. ১৮০.

মাণ্ডলিক ঐতিহাসিক ঈক্ষ. গ. জয়ললনক্ষথনরর লিখেছেন ঃ '' রোমান ক্যাথলিকরা সম্পূর্ণরূপে ধর্মভ্রষ্ট হয়। ..... এরা বাইবেলের চতুর্থ আজ্ঞাকে সরিয়ে দিয়ে রবিবারকে পবিত্ররূপে স্থাপনা করেছে ।'' ---- ঝবন এভড়ঢ়ষক্ষঁ ষপ ইবক্ষভড়ঢ়ভতশ তশধ ঢ়বন ইবক্ষভড়ঢ়ভতশ ইবয়ক্ষদব ঙঙ. ৪১৭, ৪১৮.

৮। আসল ঘটনা কি ?

তাহলে অসংখ্য খ্রীষ্টবিশ্বাসী বাইবেলের নির্দেশ ব্যতীত কিভাবে রবিবার পালন করেন ? প্রশ্ন হল, আমাদের কোন দিন পালন করা উচিৎ ? আমরা কি সেই সব মানুষের কথা শুনব যারা বলেন, '' সপ্তাহের একটা দিন পালন করলেই হল, ও নিয়ে ভাবার দরকার নাই ?''

নাকি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত এবং দশ আজ্ঞায় নির্দেশিত সপ্তাহের সপ্তম দিনকে শাব্বাথরূপে পালন করব ?

কোন দিন বাইবেলসম্মতভাবে সঠিক ? স্রষ্টা কেন সপ্তম দিনকে পবিত্ররূপে পৃথক করে রেখেছিলেন ? কারণ ঐ দিন স্রষ্টার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিন --- শক্তি এবং আত্মিক সমৃদ্ধি লাভের দিন। আমরা কার কথা মান্য করব ? ঈশ্বরপুত্র যীশুর কথা না মানুষের মনগড়া প্রথায় ? মনোনয়ন করুন । মানুষের শিক্ষা কিম্বা ঈশ্বরের আজ্ঞাকলাপ ।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, '' তার সময় ও ব্যবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে '' (দানিয়েল ৭:২৫)। ঈশ্বর বাঞ্ছা করেন, মানুষ যেন তাঁর নির্দেশে কর্ণপাত করে আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে শাব্বাথ পালন করে ।

যীশু বলেছেন, ''যদি আমাকে ভালবাস, আমার আজ্ঞা সকল পালন করবে'' (যোহন ১৪:১৫)।

তাছাড়া যারা তাঁর সমুদয় আজ্ঞা পালন করেন তাদের জন্য তিনি সম্পূর্ণ আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যোহন ১৫:৯ -১১)। আমাদের ত্রাণকর্তা অপূর্ব । তিনি ইচ্ছা করেন আমরা যেন তাঁর পূর্ণানন্দ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি।

গোৎশিমানী উদ্যানে খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ পিতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন --- যদিও তিনি ক্রুশের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন এবং সারা জগতের পাপ তাঁর প্রাণকে চুর্ণবিচূর্ণ করছিল । তিনি আর্তনাদ করেছিলেন, '' আমার নিকট হইতে এই পান পাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছা মত না হইক, তোমার ইচ্ছামত হইক ।'' -- মার্ক ১৪:৩৬

ঈশমানব খ্রীষ্ট আকাঙক্ষা করেছেন, আমরা যেন পূর্ণ আত্মোৎসর্গ মূলক জীবনের এবং শাব্বাথ বিশ্রামের সম্পূর্ণ আনন্দের অভিজ্ঞতা পাই। আপনি কি এই উল্লাসের অভিজ্ঞতা পেতে তাঁর আজ্ঞাধীন হতে ইচ্ছুক ? তাহলে যোহন ১৫:১১ পদ অনুসরণ করে এখনই তাঁর শরণাগত হন ।

আবিষ্কার উত্তরপত্র ২৪

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি ভ্রান্ত হতে পারে ?

আবিষ্কার গাইড ২৪ পাঠ করে এই উত্তরপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। সীনয় পর্বতে ঈশ্বর যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন তার চতুর্থ আজ্ঞায় যে দিনটি তিনি বিশ্রাম এবং উপাসনার জন্য শাব্বাথরূপে পালন করতে বলেছিলেন সেটি হল সপ্তাহের
____ ষষ্ঠদিন শুক্রবার ।
____ সপ্তম দিন শনিবার ।
____ প্রথম দিন রবিবার ।

ঈশ্বর বলেছিলেন, তিনি তাঁর আজ্ঞা পরিবর্তন করবেন
____ মাঝে মধ্যে ।
____ কখনই না ।
____ যখন চাইব তখন ।

২। যীশুর মতে, দশ আজ্ঞার এক বিন্দুও
____ পরিবর্তন করা চলবে না ।
____ মণ্ডলীর অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিবর্তন করা চলবে ।

শাব্বাথ দিনে যীশুর রীতি ছিল
____ সমাজগৃহে উপাসনা করার ।
____ তাদের কাঠগোলায় কাজ করার ।

৩। নতুন নিয়মের প্রেরিত পুস্তকে প্রেরিতদের উপাসনা করতে দেখা গেছে
____ ৮৪ টি শাব্বাথে ।
____ ৮৪ রবিবারে ।

যীশু আমাদের জানিয়েছেন প্রভুর দিন হল
____ শাব্বাথ ।
____ সপ্তাহের প্রথম দিন ।

৪। সপ্তম - দিবসীয় শানিবারিক শাব্বাথ রাবিবারিক শাব্বাথে পরিবর্তিত হয়
____ সমস্ত প্রেরিতের মৃত্যুর পর ।
____ জনৈক প্রেরিতের মাধ্যমে ।

৫। ____ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সম্মানার্থে শনিবারের পরিবর্তে রবিবার পালন বাইবেলসম্মত নয় ।

৬। ____ বাইবেল এবং ইতিহাস উভয়ের সাক্ষ্য দেয় যে রবিবার সর্বদাই

সপ্তাহের প্রথম দিন এবং শনিবার চিরদিনই সপ্তাহের সপ্তম দিন ।

৭। ____ শাব্বাথ পরিবর্তনের ঘটনা রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ ভালভাবেই অবহিত ।

____ আসল কথা হল কার কথা মানব, মানুষের মন গড়া কথা, না ঈশ্বরের কথা ।

____ যারা যীশুকে ভালবাসে তারা প্রভুকে অনুসরণ করে শাব্বাথ পালন করবে ।

৮। আমি আমার ত্রাণকর্তাকে যথেষ্ট ভালবাসি, তাই সর্বতোভাবে তাঁকে অনুসরণ করে চলব । _____

আমার প্রেমের নিদর্শনরূপে, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রভুর হাতে সঁপে দিয়ে আমি শনিবার দিন শাব্বাথ পালন শুরু করতে চাই । _____

শাব্বাথ পালনে আমার সমস্যা দেখা দিতে পারে, আমার জন্য প্রার্থনা করুন । _____

আমার প্রার্থনার অনুরোধ ঃ